২১-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রত্যেকের মাথায় অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা রয়েছে, কর্মের হিসাবের ভোগ রয়েছে, যাকে যোগ বলের দ্বারাই মেটাতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবার মতন কোন্ বিষয়ে তোমাদের সাক্ষী দ্রষ্টা হতে হবে?

উত্তর :- যেমন বাবার কোনো কিছুতেই আপসোস হয় না, কোনো বাচ্চা অসুস্থ হোক, বা যা কিছুই হোক না কেন বাবা সাক্ষী হয়ে দেখেন । ঠিক সেইরকমই তোমরা বাচ্চারাও সাক্ষী দ্রষ্টা হও। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মুছে ফেলো। প্রত্যেকের নিজের - নিজের কর্মের ভোগ আছে। আত্মারা যা কিছু বিকর্ম করেছে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, সুতরাং সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো

গীত :- এই সময় যে বয়ে যায় .....

ওম শান্তি। বেহদের বাবা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে সময় ফুরিয়ে আসছে। সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। এটা হলো বুদ্ধিযোগের যাত্রা, যা তোমাদেরকে করতেই হবে। এই সব বিয়ে-শাদী, তীর্থ ইত্যাদি কিছুই করতে হবে না । বাবার এটাই শেষ নির্দেশ -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এবার পরমধামে যেতে হবে। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে যাই লেখা থাক তোমরা সে সব থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পার। বাবা প্রথমে যে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তা-ই এখন শেখাচ্ছেন। ভক্তি মার্গের শাস্ত্র আর এখনকার প্রাকটিক্যাল বিষয় গুলির মধ্যে রাত-দিনের ফারাক । বাবাই এসে রাজ যোগ শেখান ।বাচ্চাদের নির্দেশ দেন যাতে তারা দেহ সমেত সকল প্রকার সম্বন্ধের ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকেই যেন স্মরণ করে । বাচ্চারা এখন প্রাকটিক্যালে বোঝে, শাস্ত্র রাইট না বাবা সম্মুখে বসে যা বোঝান সেটা রাইট।

তোমরা বাচ্চারা এখন নাটকের রহস্যকে জানো । সব কিছুই প্রথমে সতোপ্রধান থাকে, পুনরায় সতো-রজ-তম হয়। যেমন নতুন বাড়ি পুরানো হয়ে যায়। তেমনই এই বেহদের দুনিয়া একসময় স্বর্গ ছিল । সেখানে কারা থাকতো, সে কথা তোমাদের বুদ্ধিতে দীপ্যমান আছে । দেব-দেবীরা কেমন রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিল এবং এখন পুনরায় পাচ্ছে । বাচ্চারাও নিজেদের ভাগ্য অনুসারে পুরুষার্থ করছে । বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মুছে ফেল, দেহী অভিমানী হও । এতে খুব পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। নিরন্তর সেই বাবাকে এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । বাবার কখনো কোনো ব্যাপারে দুঃখ হয় না। সাক্ষী হয়ে দেখেন । বাচ্চারা যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে, রোগ পীড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে কি শিববাবার আপসোস হয় ? কখনোই হয় না । বাবা বলবেন নাটকের অঙ্গ অনুসারে কর্মভোগ তো প্রত্যেককে করতেই হয়। যেমন তিনি সাক্ষী হয়ে দেখেন, তেমনই বাচ্চাদেরকেও সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। তিনি হলেন বেহদের বাবা, তিনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি তো বাচ্চাদের খুব ভালোবাসেন তাই না ! পরমাত্মার আত্মাদের প্রতি ভালোবাসা আছে। বাবা বলেন আমি জানি বাচ্চারা কৃত-কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাচ্চাদেরকেও এইরকম সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। প্রত্যেক জীবের আত্মা যারা বিকর্ম করে, শরীরের সাথে আত্মাকেও তা ভোগ করতে হয়। সুখ-দুঃখ আত্মাই ভোগ করে। সংস্কার আত্মাতেই থাকে। বাবা বলেন আমি এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করি। এখন বাচ্চাদের

শিক্ষা দিই। মানুষ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে কোনো শিক্ষা প্রাপ্ত করতে পারবে না। এটা বাবা সম্মুখে বসে বোঝান। বাবা বলেন তোমরা ভক্তি মার্গে আমাকে কত স্মরণ করো। যে যতই সায়েন্সকে, নেচারকে মানুক কখনো না কখনো তাদের মুখ থেকে 'হে পরমপিতা পরমাত্মা', 'ও গডফাদার' নিশ্চয় বের হবে। সব ভক্তই অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে। বাবা সব কিছু করে, বাচ্চাদের সুখী বানিয়ে নিজে অদৃশ্য হয়ে যান। বাবা একবারই আসেন। বলেন নাটকের অঙ্গানুসারে আমার মধ্যে সংকল্প উৎপন্ন হয়, এবার আমি যাই। অবশ্যই শরীরের অবলম্বন নিতে হয়।যেমন আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। গর্ভে বাচ্চা তৈরী হয় তারপর বড়ো হলে কথা বলতে শেখে। বাবা তো আসেনই বড়ো শরীরে। আমারও ভূমিকা রয়েছে, আমি একবারই এসে সকলকে মায়ার দুঃখ থেকে মুক্ত করি। এখন তো সব দিকে মানুষ দুঃখী। ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। ঘরে ঘরে কান্না-কাটি, লড়াই-ঝগড়া লেগেই আছে। সত্য যুগে এসব কিছু হয় না। নামই তো স্বর্গ। শাস্ত্রে তো বহু কথা লিখে রেখেছে। বাচ্চারা জানে এই সৃষ্টিতে কত দুঃখ আছে। কত ধর্ম ! সত্য যুগে থোড়াই এত ধর্ম ছিল। ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। লক্ষ বৎসর বলে দেওয়ার ফলে মানুষদের বুদ্ধি থেকে সত্যযুগের ধারণাটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর আগে আমি এসেছিলাম। এসে বহু ধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে আদি সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই যে এতো মানুষ, সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, তার জন্যই এই মহাভারী যুদ্ধ । বলা হয় মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধে বিনাশ হয়েছিল। এই সব ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যাবে । যারা দেবী - দেবতা ধর্মের তাদেরকে এসে আমি পড়াই। আমার ভূমিকা আছে। মানুষও জানে এখন এখন অত্যন্ত দুঃখ-পূর্ণ সময়। আমিও জানি মানুষের ভীষণ দুঃখ। বাড়িতে - বাড়িতে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। বাচ্চারা ধন-সম্পদের জন্য বাবাকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না,কি ভয়ানক নোংরা দুনিয়া ! বাবা এসে বাচ্চাদের স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান।

শিববাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের স্বর্গের, বিশ্বের মালিক বানাতে। কোনো পরিশ্রম করাইনা।যোগবলের দ্বারা বিকর্মগুলি ভস্ম করতে হবে। মাথার উপর বিকর্মের অনেক ভারী বোঝা আছে।অসুখ বিসুখ,কাশি ইত্যাদি হয়। এটা তো জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের হিসাবের ভোগ। এখন জগদম্বা জগৎপিতা রয়েছেন । তাঁদের কত নাম-ডাক, চারিদিকে পুজো অর্চনা হচ্ছে। মানুষ থোড়াই জানে জগদম্বা অন্তিম জন্মে কি ছিলেন ? এখন জগদম্বা-জগৎপিতার প্রাকটিক্যাল অভিনয় চলছে। তাহলে এদেরকেও দেখো সব জন্মের কর্মের হিসাব মেটাতে হয়। এতো যোগ-যুক্ত থাকে, সেবা করে, তা সত্ত্বেও কর্ম-ভোগ ! অপারেশন ইত্যাদি করতে হয়। সেই সন্ন্যাস এবং এই সন্ন্যাসে বিস্তর ফারাক। তারা তো ঘর-বাড়ি ছেড়ে কৌপিন ধারণ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমরা তো পুরুষার্থ করতে থাকি । যখন অন্তিম লগ্ন আসবে, আমাদের সন্ন্যাস সম্পূর্ণ হবে। এখন আমরা পুরুষার্থী। সেই সব সন্ন্যাসীদের জন্য আমরা এরকম বলবো না যে তারা পুরুষার্থী সন্ন্যাসী। তারা তো গৃহ-ত্যাগ করেছে, সেইজন্য তাদের সন্ন্যাসী বলা হয়। আমরা তো সন্ন্যাসের জন্য বাবার দ্বারা কত পরিশ্রম করি। অতএব আমাদের মাথায় অনেক জন্মের বোঝা আছে। কতো যোগ-যুক্ত থাকি এবং অন্যদের সুখ প্রদান করি। তাদের আশীর্বাদও পাই, তাও দেখ কর্মভোগ চলেই আসে । কর্মাতীত স্থিতি এখনো হয় নি, সেটা অন্তে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের হিসাব। এখনো পুরোপুরি সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেনি। তাদের সন্ন্যাস এবং আমাদের সন্ন্যাসের মধ্যে দিন -রাতের ফারাক। তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে এবং বিকার-যুক্ত মানুষেরা তাদের সেবা করে। এমন নয় যে তারা সব পবিত্র হয়ে গেছে। তারাও সাধনা করতে থাকে। কর্ম ভোগ তাদের থাকে। অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা তাদের মাথার উপর আছে। বিকর্মের বোঝা যোগ বলের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ বাবা আসেন

না ততক্ষণ কেউ যোগ-শিক্ষা দিতে পারে না। তাদের যোগ সর্ব শক্তিমান বাবার সাথে না থাকায় বিকর্মের বিনাশ সম্ভব নয় । ব্রহ্ম বা তত্বকে সর্বশক্তিমান থোড়াই বলা হবে। সর্বশক্তিমান একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা শিব। তিনিই পরম আত্মা যিনি আসেন। ব্রহ্ম বা তত্ব তো আসবে না।

সুতরাং বাচ্চাদের মাথার উপরও পাপের বোঝা আছে। বিকর্ম বিনাশের জন্য অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। বিশ্বের মালিক হতে হবে। বাবা ছাড়া সেটা কেউ করতে পারে না। বাবা করেন যোগবলের সাহায্যে। সর্বশক্তিমান বাবা শক্তি যোগান। তিনি হলেন ওয়ার্ল্ডের অলমাইটি অথরিটি। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই সম্পুর্ন দুনিয়াই দুঃখী। সুখ যা আছে তা অতি অল্পকালের জন্য। কাক বিষ্ঠাসম। সত্যিকারের সুখ তো স্বর্গের আছে। সেখানে দুঃখ প্রদানকারী মায়া নেই। অনেকে এসব কথা বিশ্বাস করে না । বলে এটা কি করে হবে ? যদি বিশ্বাস না করে তাহলে বুঝবে সে আমাদের দৈবী কুলের নয়। যারা দৈবী কুলের তারা নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। আগের কল্পেও বিশ্বাস করেছিল। এখন বাবা শোনাচ্ছেন। বেহদের বাবার সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা স্মরণে আসে । কোনো সন্ন্যাসী একথা বলতে পারবে না যে আমি সব বাচ্চাদেরকে শোনাই। সেখানে সকলেই ফলোয়ার । সেখানে এমন মুরলী থোড়াই পাঠানো হয় যা সকলে শোনে। এখানে তো সকলের কাছেই মুরলী পাঠানো হয়। যার দ্বারা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। ভগবাকে বলা হয় শ্রী-শ্রী, সর্বশ্রেষ্ঠ। বাবা বলেন আমি শ্রেষ্ঠদেরও শ্রেষ্ঠ, তাই সকলকে শ্রেষ্ঠ বানাই। পতিত দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ কোথা থেকে আসবে । শ্রী শ্রী ১০৮ - এ হল হুবহু শিববাবার রুদ্রমালা । তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ সত্যযুগের স্থাপনা করে মানব সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ তে শ্রেষ্ঠ বানান। আর তাই আমরা স্বর্গের মালিক হই। তাহলে বোঝা যায় শ্রী শ্রী ১০৮, যার মালা তৈরি হয়, উপরে আছেন নিরাকার শিববাবা, তিনিই আমাদের এমন শ্রেষ্ঠ তৈরি করছেন।

এটা হলই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় । এই ব্রহ্মকুমার-ব্রহ্মকুমারীদের ঈশ্বর পড়ান। পরম পিতা পরমাত্মার বিশ্ব-বিদ্যালয় । বিশ্বকে জ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই বিশ্ব-বিদ্যালয় । যে চাইবে সেই বিশ্বের মালিক হতে পারে । যদি চায় তো সুইট হোমে গিয়ে বসতে পারে। বাবা এসেইছেন সর্বদা শান্ত, সুখী করার জন্য । আমি প্রতি কল্পে এসে ভারতবাসী বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানাই । অন্য সব আত্মারা শান্তিধামে বাস করে। স্বর্গে কেবল দেবী-দেবতাদের আত্মারা থাকে। তোমরা সবসময় জানো বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে স্বর্গের মালিক তৈরি করেন যার যেমন যোগ তথা পুরুষার্থ তার ভিত্তিতে । অন্য আত্মারা হিসাব চুকিয়ে ফিরে যাবে। সব শরীর বিনষ্ট হয়ে যাবে। কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের আদি হবে। সুতরাং তোমরা বাচ্চারা জানো আর কত সময় শেষ আছে ? এখন ৬-৭ শ' কোটি আছে। সত্যযুগে মাত্র ৯ লক্ষ হবে। প্রথমে অল্প থাকে, পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে । সুতরাং এত যে সব জীব আছে তারা সকলেই নিজেদের হিসাব চুকিয়ে ফিরে যাবে। সকলের শেষ বিচারের সময় । মায়া সকলকে কবরে শুইয়ে দিয়েছে। সকলে এখন গোরস্থানে। কোনোই কাজের নয়। এখন তোমরা বোঝো যে বেহদের বাবা আমাদের, আত্মাদের পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানান। বিশ্বের মালিক তৈরী করার এটাই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। বাবার সম্পদই হলো স্বর্গ। যদি এই বিশ্বাস থাকে তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই না কেন । এর মধ্যে তো কোনো ছাড়ার প্রশ্ন নেই। বিকার ত্যাগ করতে হয়। সে তো ভালো কথা। বাবা, আমরা কেন পবিত্র থাকবো না, কেন ছাড়বো না ! ৫ বিকার থেকে সন্ন্যাস নিলে আমরা চক্রবর্তী রাজা হবো। বাবা বলেন এখন মরতে হবে। অবশ্যই নির্বাণ ধামে যেতে হবে, তাহলে উপার্জন করা চাই তাই না ! অন্য ধর্মের লোকেরা এসেও

এই লক্ষ্য নেবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে - ইব্রাহিম, খ্রিস্ট প্রমুখ আদি আত্মাদের। তারা আসে - বাবাকে শ্রদ্ধা জানায় এবং লক্ষ্য প্রাপ্ত করে । কিন্তু জ্ঞান গ্রহণ করবে না। হাঁ, যদি কোনো ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ হয় তাহলে গ্রহন করবে । ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ না হলে দেবতা কুল ভূষণ হতে পারবে না। ব্রাহ্মণ হবে তারপর দেবতা। দেবতারাই ক্ষেত্রেই, বৈশ্য এবং পরে শূদ্র হয়। এই বর্ণেরা চক্র লাগাতে থাকে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ যাদের মূল্য পাউন্ডের সমান ছিল, তাদেরকেও ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হয়। তাহলে যদি দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে বেহদের বাবার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার নিতে হবে, যার দ্বারা অর্ধ কল্পের সুখ পাওয়া তো কেন পুরুষার্থ করবো না। ছাড়ার তো কোনো প্রশ্নই নেই । সেটা ছিল সিন্ধের পার্ট । লিখে দিয়েছে কৃষ্ণ (রুক্মিনীকে) হরণ করেছিল, গরু চড়াত। হরণ করে ছিল কি গালি শোনার জন্য। হরণ করে ছিল পাটরানী বানাবার জন্য। আসলে যেটা হওয়ার ছিল তা হল ভাট্টির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে, তপস্যা করে সেবার উপযুক্ত হবে। এখন তো কষ্টে-সৃষ্টে কেউ কেউ সেবার যোগ্য হয়। তোমরা তো প্রাকটিক্যাল অনুভবী । তোমরা বোঝো শিববাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। তিনিও কাজ করেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি নিশ্চই এখানে এসেছিলেন। এখনো বলেন আমি স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমাদেরকে পড়াই। বোঝান বাচ্চাদেরকে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মাথা উপর থেকে বহু জন্মের বিকর্মের বোঝা নামানোর জন্য সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থেকে শক্তি নিতে হবে।

২) সকলকে সুখ প্রদান করে আশীর্বাদ নিতে হবে। শ্রী-শ্রীর শ্রেষ্ঠ মতে চলে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। এই মহাবিনাশের সময় সকলের সাথে বুদ্ধিযোগের সম্পর্ক ভেঙে দিতে হবে।

বরদান:- সেবার ভাবনার দ্বারা অমর ফল প্রাপ্তকারী সর্বদা মায়ার রোগ থেকে মুক্ত ভব।

যে বাচ্চারা সঙ্গম যুগে প্রভু ফল, অবিনাশী ফল, সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের রস যুক্ত ফল খায় তারা সর্বদা মায়ার রোগ থেকে মুক্ত থাকে। অন্য ফল তো সত্যযুগেও পাবে আর কলিযুগেও পাবে কিন্তু সেবা ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল, প্রভু ফল যদি না খেয়ে থাকো তাহলে সম্পূর্ণ কল্পেও খেতে পারবে না। এই ফল ঈশ্বরীয় জাদুর ফল, যে ফল খেলে লোহা থেকে সোনা নয় বরং হীরে হয়ে যাবে। এই ফল হল সর্ব বিঘ্ন সমাপ্তকারী অমর ফল।

স্লোগান:- অপকারীর উপরও উপকার, নিন্দুককেও বন্ধু মনে করে যে, সে-ই হল বাবা সমান ।